

**Title: Consultation Camp on Human-elephant conflict mitigation and role of local stakeholders**

**Date :** 11<sup>th</sup> July 2014

**Venue:** North Bengal Science Centre, Siliguri

**Number of Attendees :** 58

**Objective :** In the wake of intensive human-elephant conflict, casualties of both man and elephants and various threats on wild population in Northern West Bengal, a dialogue process has to be initiated among the pro conservation and civil society groups . To synergize the efforts of many local groups in a scientific and sustained manner it is vital to create coordination among all of them. Towards this, WWF-India WBSO has organized a consultation camp to discuss on all related issues and bring all likeminded people together in the same platform.

The Programme started with an introductory welcome to all participants by Dr. S. Mitra, Coordinator WWF-India, West Bengal State Office. Mr. Tapas Das, CF, Wildlife (North) was invited to Inaugurate the discussion on the matter.

He mentioned about the visible decline in the forest land and escalating human population along with growing elephant population in Northern West Bengal. This shows a clear imbalance while sustaining any healthy wildlife. While discussing on conflict it is necessary to know about the cause and its effect and who are the actual affected in human-elephant conflict (HEC). He also pointed out in the matter of studying carrying capacity of wild elephants in North Bengal.

Mr. Debashis Sarkar, Skywatchers Association of Siliguri expressed deep anguish over the repeated death of wild elephants on railway track and lack of any intervention. He spoke about non progress in any initiative taken up in last 10-15 years with respect to solving elephant --rail accidents.



Need for awareness programme in Kolabari and adjoining region was also discussed regarding Indo-Nepal transboundary HEC.

The next session was conducted with participants giving feedbacks on semi structured questionnaires. The attendees were divided into 3 working groups composed of representatives from forest department, local NGOs and media.

The representation of Forest department came out with following points, all of which have direct impact on the wild population of elephants and their habitat. It is significant to note that the consultation programme helped to figure out these points from the feedbacks of local stakeholders.

**1. Lack of staff strength in the field for protection**

( 50% vacant post in the Directorate of Forests)

- a) Lack of field equipments and shortage of vehicles
- b) Lack of veterinary staffs, medical units and Veterinary surgeon

**2. Lack of coordination with**

- A) Electricity deptt
- B) District administration and Police
- C) Tea garden Administration
- D) Lack of Coordination with ARD

3. To improve the relation with defence personnel

4. Start dialogue with Nepal govt. for protection of wild elephant and smuggling of wildlife articles

5. Local level coordination with Railway deptt.

6. Frequently required reports i. e. Foraging Reports (Timely submission)

7. Required Coordination among the NGOs

8. Lack of scientific management of Wild elephants through research Projects



Local stakeholders like Aranyak (Gayerkata), from Dhupguri ( Mr. Gunamoy Banerjee) and Odlabari ( NAAS), R. Biswas ( SSSTE) , Biswapriyo Rahut ( SPAWN), People For Animals, Dr. Gopal Dey (Paschim Banga Bigyan Mancha) and Animesh Bose (HNAF) were among the participants in this consultation.

Among various issues focused during the programme were

1. Elephant deaths on railway track
2. Obstruction in elephant corridor
3. Livestock grazing in forests
4. Defense establishments and their unutilized stretch of lands
5. Lack of adequate infrastructure to manage wild elephants

Mr. Kanchan Banerjee, Ex-Ranger of Sukna Elephant squad spoke about his practical experiences. Elephants in wild population need more space and for that Defence personnel need to be involved in these dialogues. Often their activities disturb the movement of elephant herd. Mr. A. Bose Spoke about the insufficient veterinary service in North Bengal and need for coordination between animal husbandry and forest department. He presented the activities of HNAF and their involvement in rescue operations. He emphasized that a good number of injured elephants roam inside the forests and the system of hitting the animals or any such invasive technique will spoil man-animal relationship. During this consultation the incident of 2002 was again recollected, when an adult mother attacked man and teared his body parts to take the flesh. This was obviously a very unusual feature and reflects the amount of outrage in the animal, if any of its family member becomes vulnerable. He also stressed the need of a radiotelemetric study to know the

Mr. B. Rahut of SPAWN questioned the efficacy of regulating elephant population. Would it be an ideal situation, if there is no elephant? How far we can control the wild population? Is there any study on carrying capacity in Northern West Bengal? Then on which basis the existing population will be managed? He also mentioned the need of protecting the habitat by local efforts at the ground level.

The programme ended with the final roundup by Mr. K. Banerjee and vote of thanks by Dr. S. Mitra. Around 10 representatives of various print and electronic media attended the programme.

A tabloid was distributed among the participants on reports of elephant deaths and HEC from Northern West Bengal developed by WWF-India, West Bengal Office.

**Media report on the consultation camp**

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই, ২০১৮

## হাতির সংখ্যা বাড়ায় উদ্বেগ বনদপ্তরের

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই: উত্তরবঙ্গে হাতির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সেই তুলনায় বন-জঙ্গলের এলাকা না বাড়ায় মানুষ-হাতির সংঘাত বাড়তে পারে বলেও কয়েকটি মতামত রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বনের পরিমাণ কম, হাতির সংখ্যা বা কত সেখানে একটি সমীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে ৩০বার ডব্লিউ ডব্লিউএফ আয়োজিত এক কর্মশালায় মতামত করেন

উত্তরবঙ্গের বনপাল তাপস দাস। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গে এসে মধ্যমস্ৰী এ ব্যাপারে বনকর্তাদের সমীক্ষার নির্দেশও দিয়েছেন বলে তাপসবাবু জানিয়েছেন। হাতি ও মানুষের সংঘাত এড়াতে এবং মানুষকে সচেতন করতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেখানকার এদিন মাঠে বিনামূলী

ডব্লিউ ডব্লিউএফ একটি কর্মশালায় আয়োজন করে। কর্মশালায় বনদপ্তরের আধিকারিকরা হাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সেখানে ডাকসে তাপসবাবু বলেন, ২০০৬ সালে উত্তরবঙ্গে সরকারিভাবে হাতির সংখ্যা ছিল ২৫০। গত ১০ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৫০০। যদিও বেসরকারি মতে

এই সংখ্যাটা তিনগুণ বেড়েছে। অন্যদিকে, বন-জঙ্গলের পরিমাণ মাত্র ১.৭ শতাংশ। এই অবস্থায় হাতি লোকলগ্নে চলে আসছে। মানুষের সঙ্গে সংঘাত বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গে এসে এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। আশ্রয় বিষয়টি পশুরের উপরলন কর্তৃক

প্রকৃত তথ্য জ্ঞান বর এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এদিনের কর্মশালায় ডব্লিউ ডব্লিউএফের পক্ষে সংগীতা মিত্র বলেন, মেচি নদীর স-ধারে জরত ও নেপালের মানুষকে হাতির হানা থেকে বাঁচাতে সীড়াবে সচেতন করা যায় সেখানকার কাজ করতে পারা। এদিন কর্মশালায় এই বিষয় নিয়ে সর্বশেষ মতামত দিয়েছেন।

## উত্তরবঙ্গে জঙ্গলের অনুপাতে হাতির সংখ্যা নিয়ে সমীক্ষা



সম্প্রতি বিমাগুড়ি সেনাছাউনিতে হাজির হওয়া ৭০টি হাতির দল — ফাইল চিত্র

এই সময়, শিলিগুড়ি: বুনো হাতির হানা ক্রমশই বাড়ছে ডুয়ার্সে। বিপুল সংখ্যায় হাতির বনে জঙ্গল ছেড়ে লোকালগ্নে এসে আত্মনা খোঁজার পিছনে একাধিক কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন বনকর্তারা। এক দিকে যেমন বনাঞ্চলের পরিমাণ কমে যাওয়া, অন্য দিকে তেমনি খাদ্যভাঙ্গা। এর সত্ত্বে রয়েছে হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি। শুরুকার শিলিগুড়িতে ডব্লিউডব্লিউএফ আয়োজিত এক কর্মশালায় এ নিয়েই আলোচনা করেন উত্তরবঙ্গের বনপাল তাপস দাস। জানান, জঙ্গলের অনুপাতে বুনো হাতির সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখবে বন দপ্তর। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০২-তে যেখানে উত্তরবঙ্গে বুনো হাতির সংখ্যা ছিল আড়াইশোর কিছু বেশি, ২০১৩-তে সরকারি হিসাবেই তা পাঁচশো ছাড়িয়েছে। বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটা ৮০০ পেরিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সেই অনুপাতে গত দশ বছরে উত্তরবঙ্গে বনাঞ্চল বেড়েছে মাত্র ১.৭ শতাংশ।

স্বাভাবিক কারণেই হাতির খাবারের টান পড়েছে। তারা হানা দিচ্ছে লোকালগ্নে। মানুষের সঙ্গে নিত্য বামুছে সংঘর্ষ। তার সঙ্গে উত্তরোত্তর বাড়ছে ট্রেনে কাটা পড়ে হাতির মৃত্যু। ডব্লিউডব্লিউএফের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছে, গত দশ বছরে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৬টি হাতির। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গলের অনুপাতে হাতির সংখ্যা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যাচাই করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাপসবাবু। তার কথায়, 'গোটা বিশ্বেই জঙ্গলের অনুপাতে হাতির জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এ দেশে এই পদ্ধতি এখনও মানা হয় না। তবে সমস্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে এ নিয়ে যে ভাবা দরকার সেই বিষয়ে একমত মুখ্যমন্ত্রীও।' সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন বলেও তিনি জানান। তাপসবাবুর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, 'এ বছর ফের বুনো হাতির গণনা হবে। তার পরেই কাজে নামা হবে।' হাতির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য হাতি মেরে ফেলা, জমানিয়ন্ত্রণ করা বা দেশের অন্য জঙ্গলে কিছু হাতি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি অনেক দেশেই চালু আছে। এ রাজ্যের ক্ষেত্রে তেমন কিছু হবে কিনা, সেটা সমীক্ষার পরে ঠিক হবে বলে ইঙ্গিত দেন তাপসবাবু। ডব্লিউডব্লিউএফের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর সঙ্গীতা মিত্রও বলেন, 'উত্তরবঙ্গে মানুষ-হাতি সংঘাত যেভাবে বাড়ছে তাতে কার্যকরী পরিকল্পনা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। বন দপ্তরের পাশাপাশি ডব্লিউডব্লিউএফ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সচেতনতা তৈরির কাজ চালাবে।'

এদিনের কর্মশালায় মেচি নদী লাগোয়া ভারত ও নেপালের বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির ব্যাপারেও আলোচনা হয়। প্রতি বছর জুন মাসে বুনো হাতির পাল শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি থেকে মেচি নদী পেরিয়ে নেপালের ধামে ঢুকে পড়ে। হাতির পালের অভাউচারে যেমন সেখানে খেতের ফসল নষ্ট হচ্ছে, তেমনই সেখানকার বাসিন্দাদের পাশটা প্রতিরোধে মারা পড়েছে হাতি। ডব্লিউডব্লিউএফ নেপালে এবং নকশালবাড়ি এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরির কাজে নামছে। জঙ্গল-লাগোয়া এলাকায় কী ধরনের ফসল চাষ করা উচিত, হাতিকে সরাসরি আক্রমণ না-করেও কী ভাবে হামলা ঠেকানো সম্ভব তা নিয়েই সচেতনতা তৈরি করা হবে। ডব্লিউডব্লিউএফের আধিকারিক কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মানুষ সচেতন হলেই সংঘাত অনেকটা এড়ানো সম্ভব। সেই কাজটাই আমরা করতে চাই।'



WWF-India, West Bengal State Office  
Tata Centre, 1<sup>st</sup> Floor  
43 J. L. Nehru Road, Kolkata 700071  
Tel: 033-22883038/ 22883761 (Fax)